মহিষের ইনব্রিডিং রোধে করণীয়

- রক্তের সর্ম্পকের মহিষের মধ্যে প্রজনন না করানো/পাল না দেয়া।
- বাথান থেকে আস্তে আস্তে নিজস্ব চেলা মহিষ সরিয়ে ফেলে অন্যত্র থেকে উন্নতজাতের ষাঁড়/চেলা মহিষ নিয়ে এসে মাদী মহিষকে প্রজনন করানো।
- নিজের বাথানের ষাঁড়/চেলা মহিষ দিয়ে বছরের পর বছর নিজের বাথানের মহিষকে পাল না দেয়া/প্রজনন না করানো।
- একই ষাঁড়/চেলা মহিষ পুন:পুন প্রজনন কাজে ব্যবহার না করা।
- কৃত্রিম প্রজননে একই ষাঁড় মহিষের সিমেন পুন:পুন ব্যবহার না করা।
- একই প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর ষাঁড় মহিষের সিমেন পুন:পুন প্রজনন কাজে ব্যবহার না করা।
- সম্ভব হলে প্রতিবার আলাদা আলাদা জাতের মহিষের সিমেন বা ষাঁড় দিয়ে মাদী মহিষকে প্রজনন করানো।
- কৃত্রিম প্রজননের সব রেকর্ড সংগ্রহ করে রাখা এবং পরবর্তী প্রজন্মকে প্রজনন করানোর সময় পূর্বের দেয়া সিমেনের রেকর্ড চেক করে প্রজনন করানো।

সূত্র ঃ পশু পালন ও চিকিৎসা বিদ্যা, ড. এম এ সামাদ

সম্পাদনা পরিষদ

মো: খোরশেদ আলম, পিএইচডি রিসার্চ ফেলো, বিএলআরআই।
মো: মজনু সরকার, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ।
ডা. মুনতাছির বিন নোমান, ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর, এসডিআই।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

সামছুল হক, নির্বাহী পরিচালক (সিইও), এসডিআই।
মো. আশরাফ হোসেন, প্রোগ্রাম অফিসার (ডেভেলপমেন্ট), এসডিআই।

প্রকাশনায় : সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)।

মহিষের ইনব্রিডিং বা আন্ত:প্রজনন সমস্যার কারণ ও প্রতিরোধ

PACE প্রকল্পের আওতায়
"উপকূলীয় চরাঞ্চলে (সন্দ্বীপ ও উড়িরচর) মহিষের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

IFAD
Investing in rural people

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

SDI
সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)

মহিষের ইনব্রিডিং বা আন্ত:প্রজনন

রক্তের সর্ম্পকের মহিষের মধ্যে প্রজনন/মিলনের ফলে যে বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে সেটাই মহিষের ইনব্রিডিং বা আন্ত:প্রজনন। ইনব্রিডিং হচ্ছে বংশগতির দৃষ্টিকোণ থেকে নিকট সর্ম্পকযুক্ত পিতামাতা হতে প্রজন্মের সৃষ্টি। যেমন:

ক) ভাই x বোন = ইনব্রিড

খ) মা x ছেলে= ইনব্রিড

গ) বাবা x মেয়ে= ইনব্রিড

এভাবে বংশ পরমপরায় যদি বাচ্চা হতে থাকে সেটাই ইনব্রিডিং।

মহিষের ইনব্রিডিং বা আন্ত:প্রজনন-এর ক্ষতিকর দিক

- উন্নতজাতের মহিষ থেকে অনুন্নত জাতের মহিষে পরিণত হওয়া।
- মহিষের শারীরিক বৃদ্ধির হার কম ও দূর্বল প্রকৃতির হওয়া।
- মহিষের আকার ছোট হয়ে আসা।
- মাংস ও দুধ উৎপাদন বছরের পর বছর আস্তে আস্তে কমে যাওয়া।
- মহিষের ওজন কমে যাওয়া।
- দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া।
- বংশগত রোগে বেশি আক্রান্ত হওয়া।

- জন্মগত ত্রুটি ও শারীরিক বিকলাঙ্গতা নিয়ে বাচ্চা জন্ম গ্রহণ।
- বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত বেশি হওয়া ।
- অধিক হারে মৃত বাচ্চা প্রসব করা।
- নবজাতক বাচ্চার উচ্চ মৃত্যুহার।
- কম ওজনের বাচ্চা জন্ম গ্রহণ।
- ষাঁড়ের শুক্রাণুর উর্বরতা কম হওয়া।
- একবার গর্ভধারণ না করতে পারা, ফলে বারবার প্রজনন করানো।
- ষাঁড়ের প্রজনন ক্ষমতা না থাকা অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব।
- গাভীর গর্ভধারণ ক্ষমতা না থাকা অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব।
- বংশধরদের মধ্যে অনাকাংখিত বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাওয়া।

মহিষের ইনব্রিডিং বা আন্ত:প্রজনন-এর কারণ

ইনব্রিডিং সর্ম্পকিত সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে:

- রক্তের সর্ম্পকের ষাঁড় (চেলা) মহিষ এবং মাদী মহিষের মধ্যে পুন:পুন প্রজনন অথবা মিলন ঘটানো।
- বাথানের মধ্যে উৎপাদিত চেলা মহিষ দিয়ে বছরের পর বছর নিজের বাথানের মাদী মহিষকে পাল দেয়া/প্রজনন করানো।
- একই ষাঁড়ের সীমেন দিয়ে বারবার একই গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করানো।